# বিচারের বাণী আর কতকাল নীরবে কাঁদবে?

**শিবানন্দ মুখোপাধ্যায়**

কথায় আছে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা আর উকিল ছুঁলে ছত্রিশ। আমার দাদু খুব মজার মানুষ ছিলেন। তাঁর কাছে ছোটবেলায় শুনতাম গ্রামে নিজেদের মধ্যে লড়াই লাগলে প্রায়ই একে অন্যকে নাকি অভিশাপ দিতেন এই বলে তোর ঘরে যেন উকিল বাসা বাঁধে। তবেই বুঝেছেন উকিল বাসা বা মামলাকে মানুষ কত ভয় পায়। কিন্তু ভয় পেলেও মাঝে মাঝে এই অশান্তির মধ্যে আমাদের পড়তে হয়। যারা ভুক্তভোগী তারাই জানেন কোর্টে দৌড়া-দৌড়ির দুঃসহ অভিজ্ঞতা।

কোর্ট চত্বরে গেলেই দেখা যায় শয়ে শয়ে মানুষ ছুটছে আর উকিলবাবুরা তখন ভগবানের চেয়ে বড়ো। দুঃখ এইখানে বেশির ভাগ উকিলরাই যে কি অসহায়, করুণ সেই মানুষটির অবস্থা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় উকিলবাবুদের রূঢ় ব্যবহার, কর্কশ বাক্যবাণ। অন্যদের মানুষই জ্ঞান করে না। অথচ ক্লায়েন্টরা তখন নিরুপায়। যা উকিল বলে সব মুখ বুঝে সহ্য করে, অন্যথায় যদি বিপদে পড়ে—এই ভয়, ভয়ের আর একটি কারণ হলো অজ্ঞতা।

আর একথা অবশ্যই সত্য যে আইনের ব্যাপারে আমরা এতটাই অনভিজ্ঞ যে, সেই সাধারণ মানুষটিকে মিস-গাইড করাও খুব সুবিধাজনক হয়। কেন না অনেক সময় বুঝলেও কিছু বলার উপায় নেই। কিছু বলতে গেলে যদি কিছু বিপদ বাড়ে। মজার ব্যাপার হলো কেসটি হাতে পাওয়ার আগে উকিলবাবুটির ব্যবহার সম্পূর্ণ অন্যরকম। বাড়িতে ফোন অবধি করেন কিন্তু কেসটি হাতে পেলেই তার অন্যরূপ। প্রায়শই শোনা যায় "আরে ভয় পাচ্ছেন কেন? সামান্য ব্যাপার ২/৩ মাসের মধ্যেই কেসটি সুরাহা হয়ে যাবে। অনভিজ্ঞ মানুষটি সরল বিশ্বাসে সেকথা বিশ্বাস করে। তারপর দেখা যায় ৩/৪ বছর ধরে চলেছে সেই মামলা। সেখানে সত্যই কিছু করার থাকে না। তবে সত্যি কথা জানিয়ে দেওয়া জরুরি। মনে হয় অসত্য বলা অনৈতিকও, তাই একথাও বলতে হবে যে সব উকিল একরকম নয়। তাদের মধ্যে নৈতিকতা বোধ ও সততা বোধ আছে এমন উকিলও আছেন। ডেট একটার পর একটা পড়ছে অথচ বিচার কিন্তু নেই বলে কতদূর থেকে এসে বিফল মনে ফিরতে হয়। খরচা বা সময়ের কত অপব্যবহার হয়। তার তো হিসেবই নেই।

হাইকোর্টের অভিজ্ঞ আইনজীবী বলেন-মামলা নিষ্পত্তি হতে বা দেরী হওয়ার পিছনে একটা নয়—বহু কারণ থাকে।

(১) স্বাধীনতার পর থেকে আজ অবধি লোকসংখ্যা অনেক বেড়েছে কিন্তু সেই তুলনায় কোর্টের সংখ্যা বাড়েনি। ফলে আগের তুলনায় অনেক বেশি চাপ কোর্টকে নিতে হচ্ছে, আর চাপ বাড়ায় কাজ সেভাবে এগোচ্ছে না।

(২) জীবন এখন আগের তুলনায় অনেক জটিল। ৫০-৬০ বছরের মধ্যে একটা বড় রকমের পরিবর্তন এসে গেছে, সমস্যাবহুল বেড়ে গেছে আর মামলা মোকর্দ্দমার সংখ্যাও

বেড়ে গেছে। আগের তুলনায় তাই মামলার নিষ্পত্তি দেরী করে হচ্ছে।

(৩) মামলার ডেট পড়েই দেরি করে, তারপর অনেক প্রত্যাশা নিয়ে এসে কোর্টে ঢুকে জানতে পারা যায় বিচারপতিগণ আসবেন না বা কবে আসবেন তা বলা যাচ্ছে না। হয়তো ৬ মাস পরে বিচারপতি এলেন। ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখজনক। তাছাড়া কেস এর তুলনায় বিচারপতির সংখ্যা খুবই কম। ফলে বিচারাধীন মানুষরা অসম্ভব ঝামেলায় পড়ছেন অথচ সমাধান কিছু হচ্ছে না।

(৪) আবার বিচারপতির সংখ্যা বাড়লেই শুধু হবে না। সঙ্গে সঙ্গে স্টাফ (কর্মী) সংখ্যাও বাড়াতে হবে, এক বিচারপতি সঙ্গে অন্তত ১০ জন স্টাফের প্রয়োজন হয়। সেখানে খামতি আছে।

(৫) কোর্ট চত্বরে ঘরের সংখ্যাও বাড়ানো দরকার। কিন্তু তার উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। কাজগুলো তো মাঠের মধ্যে বসে হতে পারে না, এটাও একটা সমস্যা।

(৬) যে কোনো জিনিস চালাতে গেলেই অর্থ প্রয়োজন হয়। কোর্টের আয় বলতে কোর্ট ফি। জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও কোর্ট ফি বাড়ানো হচ্ছে না। ফলে সঠিক ভাবে অর্থের অভাবে চালানো যাচ্ছে না কাজ কর্ম।

(৭) আবার আইনজ্ঞদের ফিজ বাড়ানোও যাচ্ছে না। কারণ ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আবার জনকল্যাণকারী রাষ্ট্রও। ফলে জনগণের অসুবিধা করা যাবে না ফিজ বাড়িয়ে। ফলে উভয় সংকট তৈরি হচ্ছে।

এছাড়া দেরী হওয়ার আরও কারণ আছে। মামলায় দুপক্ষ থাকে। এক পক্ষ চান মামলায় তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি আর অপরপক্ষ চান যত দেরী হয়। ফলে বিপক্ষ উকিলরা দেরী করার জন্য নানা বাহানা তৈরি করেন নিজেদের স্বার্থে।

ওকালতি বিদ্যা হলো গুরু মুখী বিদ্যা। এই বিদ্যাকে বলে খোলা ব্যবসা Open Profession। যে কেউ এখানে আসতে পারে। ফলে যার মুহুরি হওয়ার যোগ্যতা নেই, সেও উকিল হয়ে যাচ্ছে। অযোগ্য লোকের হাতে পড়ে এই প্রফেসনের বদনাম হয়।

আগে গ্রামে গঞ্জে মুহুরিদের দ্বারা মানুষজন উকিলদের সঙ্গে পরিচিত হতো। এখন গ্রামে গ্রামে 'দালাল'দের আগমন হয়। মুহুরীরা আইনের ব্যাপারে তবু কিছুটা বোঝে কিন্তু দালালরা তো একবারেই অজ্ঞ। কথার ফাঁকে মানুষদের ভুলিয়ে এনে কোর্টে উপস্থিত করে। তারপর সেই অনভিজ্ঞ মানুষরা নাকের জলে চোখের জলে একাকার হয়ে যায়। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি-র অবস্থা দাঁড়ায়। অথচ সেই জালে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যায় যে বেরোনোর রাস্তা থাকে না। তবে বিপদে মানুষের বুদ্ধি খোলে। আস্তে আস্তে তাঁরা জেনে যায় যে কোনো ভদ্র লোককে সামান্য কিছু দক্ষিণা দিয়ে বিচারপতি উকিল বা কোর্টের ছুটিছাটার খবরগুলি জানা যায়। ধীরে ধীরে তারা এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেয়।

শুধু বিচার ব্যবস্থার দোষ দেখলে হবে না আজ আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে সমস্ত সমাজ ব্যবস্থায় একটা অবক্ষয় সৃষ্টি হয়েছে। আবার শুধু সমাজ ব্যবস্থায় বা বলি

কেন, গোটা পৃথিবী জুড়েই আজ সঙ্কট। কোথাও শান্তি নেই—মানবিকতা নেই—এই অবস্থার মধ্যে যখন সর্বস্তরেই পচন ধরেছে তখন এই আইন ব্যবস্থায় জড়িত মানুষরা তো সেই সমাজেরই একজন। তাই কিভাবে তারা এই গড্ডালিকা প্রবাহের বাহিরে থাকবেন?

তবে এখানেও কিন্তু থাকে ব্যাতিক্রমী মানুষ। চিরকালই থাকেন ও থাকবেন। আজকের যুগে এমনও উকিল আছেন যাদের একটা ডিগনিটি আছে। তারা নৈতিকতা মেনে চলেন। মানুষকে মিথ্যা প্রবোধ বা আশ্বাস দেন না। যা সত্য তাই বুঝিয়ে বলেন। ভাগ্য ভালো থাকলে অবশ্যই এমন উকিল বন্ধু পাওয়া যায় বৈকি। যারা কোনো মামলাই ধরে রাখতে চান না। পয়সা রোজগারের জন্য বরং দ্রুত নিষ্পত্তি চান। মামলার ফাইল থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। আইন মানুষকে প্রতারণা করে না—এই সার্বিক সত্যকে তারা মেনে চলেন।

এই সব কিছু কিছু ব্যক্তিগত ত্রুটিছাড়া বিচার বিভাগের পরিবর্তন করা কিন্তু সব মানুষের কাজ নয় বা উকিল বা বিচারপতিদের কাজ নয়। এর পূর্ণ দায়িত্ব হলো সরকারের। কিন্তু সমস্যা হল এই বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থায় সরকারও কোনো উপকৃত হয় না। এখানে কোনো আয় হয় না। ফলে এই ব্যবস্থায় পরিবর্তনের আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক। তবুও যেহেতু গণতান্ত্রিক দেশ, জনগণের মঙ্গল করাই সরকারের ব্রত তাই আমাদের অনুরোধ এই আইন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা করা হোক। আইনের জটিলতার ফলে কত সংসার যে ধ্বংস হয়ে যায় তার হিসাব নেই। তাই সরকারের হস্তক্ষেপে এই অবস্থার উন্নতি হোক। এই আমাদের বাসনা।

কিছু কিছু যে পরিবর্তন হয়নি তা নয়। আগের তুলনায় মামলা খানিকটা হলেও দ্রুত শেষ করার প্রবণতা বেড়েছে। খবরের কাগজে এই নিয়ে কিছু কিছু লেখালেখি চোখে পড়ে। আগের থেকে খুব ধীর গতিতে হলেও খানিকটা পরিবর্তন এসেছে। দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি যাতে ঘটে তার ভাবনা চিন্তা চলছে।